১৬	কি কারনে এই প্রকল্পটিকে উদ্ভাবনী (সময়, খরচ ও ডিজিটের আলোকে) বলে গণ্য করা হবে। (সংক্ষেপে বর্ণনা করুন)।	১। স্বল্প ব্যয় এবং স্বল্প সময়ে অধিক কার্য সম্পাদন। ২। সকল স্টেক হোল্ডারগণের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া জাগানো। ৩। কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের মধ্যে পারস্পরিক শেয়ারিং এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান-উন্নয়ন। ৪। স্বল্প সময়ে অধিক তথ্যের সন্নিবেশ যা পরবর্তী মান উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়ক।
১৭	প্রকল্পটি কি সম্প্রসারণযোগ্য?	প্রকল্পটি সম্প্রসারণযোগ্য।
১৮	প্রকল্পটি কিভাবে টেকসই হবে ? (সংক্ষেপে)	১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে সমন্বিত পরিদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান। ২। আপ্যায়ণ বাজেট প্রদান। ৩। পরিবহন ব্যয় বহন।
১৯	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কি কি ঝুকির সম্ভাবনা রয়েছে ? কিভাবে তা নিরাসন করা হবে?	১। প্রত্যন্ত /দূর্গম অঞ্চলের বিদ্যালয় পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিবহন সমস্যা। ২। সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও এইউইওদের প্রাপ্য যানবাহন সরবরাহ।
২০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জনবল পরিকল্পনা (কত জন, কি কাজে, কত দিন নিযুক্ত থাকবেন ?)	জেলায় বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব। অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন হবে না। কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক উপজেলার ক্ষেত্রে এক (০১) দিনের জন্য নিযুক্ত থাকবেন।
২১	জনবল বাজেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	কর্মকর্তাদের ভ্রমন ভাতা এর প্রয়োজন হবে।
২২	বাস্তবায়ণ বাজেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রতি অর্থবছরে ৫০,০০০/- টাকা মাত্র।
	প্রস্তাবনার সাথে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি (ঐচ্ছিক) (প্রদান করলে টক দিন)	
২৩	খাত ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (প্রদান করলে টিক দিন) ঃ শুধুমাত্র ভ্রমন ভাতা প্রয়োজন হবে।	
২৪	জনবল পরিকল্পনা (বিস্তারিত) ঃ অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের প্রয়োজন নেই।	
২৫	সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা (বিস্তারিত) ঃ জানুয়ারী হতে মার্চ মাসের মধ্যে জেলার আওতাধীন সকল উপজেলার (প্রতিমাসে ২/৩ টি উপজেলা) সমন্বিত পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে ফলো আপ পরিদর্শন সম্পন্ন করতে হবে।	
২৬	প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব (বিস্তারিত) ঃ ফলাফল ঃ ১) বছরের শুরুতে বিদ্যালয়ের সকল রেকর্ডপত্র ও রেজিস্টার সমূহ হালফিল করা সম্ভব। ২) বিদ্যালয়ের অনিয়ম, সবল ও দূর্বল দিক চিহ্নিত করে তা নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ। ৩) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ণ। ৪) শিক্ষকবৃন্দের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। ৫) শিশুবান্ধব বিদ্যালয় পরিবেশ সৃষ্টি করা। ৬) শিশু জরিপ ও ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধমে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ। প্রভাব ঃ ১) শিক্ষার্থীদের শিখন মানের উন্নয়ণ হবে। ২) শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে। ৩) পূনরাবৃত্তি ও ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।	
২৭	অন্যান্য(বিষয় লিখুন) ঃ ২০১১ ও ২০১২ সালে মাগুরা জেলা ২০১৪ সালে ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলা এবং ২০১৫ ও ২০১৬ সালে যশোর জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ণ করে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে।	

তারিখ

প্রস্তাবকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তাপস কুমার অধিকরী
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
যশোর

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল